Times Today BD

ডেস্ক রিপোর্ট | আন্তর্জাতিক | 25 April, 2025

সৌদি আরবকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের অস্ত্র বিক্রির একটি বিশাল প্যাকেজ প্রস্তাব করার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।আগামী মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিয়াদ সফরের সময় এই প্রস্তাবের ঘোষণা করা হতে পারে।সংশ্লিষ্ট ছয়টি প্রত্যক্ষ সূত্রের বরাত দিয়ে এমন তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এর আগে জো বাইডেনের প্রশাসন ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বৃহত্তর চুক্তির অংশ হিসেবে রিয়াদের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি চূড়ান্তের চেষ্টা করেছিল।তবে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।এবার ট্রাম্প প্রশাসন আরও বিস্তৃত ও বিশেষ করে অস্ত্র বিক্রির ওপর জোর দিয়ে নতুন প্রস্তাব নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে।

বাইডেনের প্রস্তাবে চীনের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয় বন্ধ এবং বেইজিংয়ের বিনিয়োগ সীমিত করার বিনিময়ে সৌদি আরবকে আরও উন্নত মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবে একই ধরনের শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে পারেনি রয়টার্স।

হোয়াইট হাউস ও সৌদি সরকারের যোগাযোগ দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

তবে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।আমাদের নিরাপত্তা সহযোগিতা বজায় রাখা এই অংশীদারত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং আমরা সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা চাহিদা পূরণে তাদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব।

প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রিকে মার্কিন ভূমিকার জন্য ভালো বলে বর্ণনা করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র জানিয়েছে, মার্কিন বেসরকারি সমরাস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন করপোরেশন সৌদি আরবকে সি-১৩০ পরিবহন বিমানসহ বিভিন্ন উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহ করতে পারে।একটি সূত্র জানিয়েছে, লকহিড ক্ষেপণাস্ত্র এবং রাডারও সরবরাহ করবে।

চারটি সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগে রেথিয়ন টেকনোলজিস নামে পরিচিত, বর্তমানে আরটিএক্স করপোরেশন–এই সংস্থাটিও ট্রাম্পের এই প্যাকেজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।প্যাকেজে বোয়িং, নর্থরপ গ্রুমম্যান করপোরেশন এবং জেনারেল অ্যাটমিক্সের মতো প্রধান মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদাররাও যুক্ত থাকছে।

বিষয়টির সংবেদনশীলতার কারণে কোনো সূত্রই তাঁদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

আরটিএক্স, নর্থরপ এবং জেনারেল অ্যাটমিক্স মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।বোয়িং তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য করা অনুরোধে সাড়া

দেয়নি।লকহিড মার্টিনের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বিদেশে সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র বিক্রি প্রকৃতপক্ষে সরকার-থেকে-সরকার লেনদেনের বিষয়।অন্য দেশের সরকারের কাছে বিক্রয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সবচেয়ে ভালো দিতে পারবে।

প্রস্তাবিত চুক্তির বিষয়ে দুটি সূত্র জানিয়েছে, অনেকগুলো বিষয়ে বেশ কিছু দিন ধরে আলোচনার স্তরে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা জানিয়েছেন, সৌদি আরব ২০১৮ সালে প্রথম জেনারেল অ্যাটমিক্সের ড্রোন সম্পর্কে তথ্য চেয়েছিল। একটি সূত্র অনুসারে, গত ১২ মাসে জেনারেল অ্যাটমিক্সের এমকিউ-৯বি সি গার্ডিয়ান-স্টাইলের ড্রোন এবং অন্যান্য যুদ্ধবিমানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

তিনটি সূত্র জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর বেশ কয়েকজন নির্বাহী ট্রাম্পের প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে যাওয়ার কথা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে সৌদি আরবকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। ২০১৭ সালে ট্রাম্প প্রায় ১১০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব করেছিলেন। ২০১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি শুরু হয়েছিল। তবে সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস এই চুক্তিগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে।

২০২১ সালে, বাইডেন প্রশাসনের সময়, খাশোগি হত্যা এবং ইয়েমেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সৌদি আরবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে কংগ্রেস দেশটির কাছে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

মার্কিন আইন অনুসারে, বড় আকারের আন্তর্জাতিক অস্ত্র চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে কংগ্রেস সদস্যদের পর্যালোচনা করা বাধ্যতামূলক। কংগ্রেসে অনুমোদনের পরই কেবল এ ধরনের চুক্তি হতে পারে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহকে প্রভাবিত করার পর ২০২২ সালে বাইডেন প্রশাসন সৌদি আরবের ওপর কঠোর অবস্থান কিছুটা শিথিল করতে শুরু করে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ওয়াশিংটন যখন গাজা যুদ্ধ নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য রিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল, তখন ২০২৪ সালে অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

তিনটি সূত্র জানিয়েছে, লকহিডের এফ-৩৫ জেটের সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।সৌদি আরব বহু বছর ধরে এই যুদ্ধবিমানের বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়ে আসছে।তবে ট্রাম্পের সফরের সময়ই এফ-৩৫ চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা কম বলে মনে করছেন সূত্রগুলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলকে আরব রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে সব সময় অধিক উন্নত আমেরিকান অস্ত্র সরবরাহ করার নিশ্চয়তা দেয়। প্রতিবেশীদের ওপর ইসরায়েলের ‘গুণগত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব’ বজায় রাখার জন্য সবই করে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েল নয় বছর আগেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান পেয়েছে। দেশটি একাধিক স্কোয়াড্রনও তৈরি করে ফেলেছে।

অস্ত্র সৌদি প্রিন্স ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 18 June, 2025 13:42

URL: https://timestodaybd.com/international/1102951425